সঙ্গমযুগী স্বরাজ্য দরবারই সর্বশ্রেষ্ঠ দরবার

আজ বাপদাদা কোন্ দরবারে এসেছেন ? আজকের এই সমাবেশে বাপদাদা বিশ্বরাজ্য স্থাপনার কার্যে সহযোগী নিজের বাচ্চাদের অর্থাত্ রাজকার্যের সকল দায়িত্ব পালনকারী, রাজ্য অধিকারী বাচ্চাদের দেখছেন । তিনি স্বরাজ্যের সঙ্গমযুগী দরবার দেখছেন । তিনি তাঁর স্বরাজ্য দরবারে চতুর্দিকের সবরকম সহযোগী আত্মাদের দেখছেন । এই স্বরাজ্য দরবারের বিশেষ সর্বশ্রেষ্ঠ রত্নসকল, বাপদাদার থেকে তাঁদের সাকার রূপে দূরে হতে পারে কিন্তু বাবা তাঁর সামনে সিংহাসনে রাজ্য অধিকারীদের মালারূপে দেখছেন । তোমরা প্রত্যেক রাজ্য অধিকারী সহযোগী আত্মা, তোমাদের নিজ নিজ বিশেষত্বের চমকে দীপ্তিমান । প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন গুণের অলংকারে সজ্জিত । সিংহাসনের রাজচিহ্ন কি ? তোমরা সবাই তো দরবারে বসে আছ, তাই না ! তোমরা কেউ সামনে কেউ পিছনে বসে আছ, কিন্তু সবাই দরবারেই আছ । সিংহাসনের রাজচিহ্ন, রাজছত্রটি চমত্কারভাবে আলোকোজ্জ্বল দেখাচ্ছে । তোমরা প্রত্যেকে ডাবল ছত্রধারী । একটা হল ক্রাউন অফ লাইট, ফরিস্তা স্বরূপের চিহ্ন এবং আরেকটা বিশ্ব কল্যাণের বেহদের সেবার তাজ । তোমাদের সবার তাজ আছে, কিন্তু নম্বর ক্রমানুসারে । তোমাদের কারও কারও দুটো তাজই সমান । কারও একটা থেকে আরেকটা বড়, কারও আবার দুটোই ছোট । ঠিক তেমনই, তোমরা যারা রাজ্য অধিকারী, তোমাদের পিওরিটির পার্সোনালিটিও নিজের । প্রত্যেকের আধ্যাত্মিক রয়্যালটি দৃশ্যমান, নম্বরের ভিত্তিতে । বাবা এইরকম স্বরাজ্য অধিকারী সহযোগী আত্মাদের দরবার দেখছেন । সঙ্গমযুগী শ্রেষ্ঠ দরবার আর ভবিষ্যত্ রাজ্য দরবারের মধ্যে কত পার্থক্য ! এই সময়ের দরবার জন্ম জন্মান্তরের দরবারের ফাউন্ডেশন । বর্তমান দরবারের রূপরেখা ভবিষ্যত্ দরবারের রূপরেখা গঠন করবে । রাজ্য অধিকারী সহযোগী আত্মাদের দরবারে তোমার স্থান কোথায়, দেখতে পাচ্ছ ? চেক করার যন্ত্র সবার কাছে আছে ? সায়েন্টিস্টরা নতুন নতুন উদ্ভাবনী যন্ত্র দ্বারা ধরণীর উপরস্থিত উজ্জ্বল নক্ষত্রমণ্ডলীর ছবি তুলতে পারে, সেখানকার বায়ুমণ্ডলের তথ্য যোগাড় করে তোমাদের দিতে পারে, তত্ত্বের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে ইন অ্যাডভান্স সংবাদ এনে তোমাদের দিতে পারে, তবে যাদের কাছে বাবার অথরিটি আছে সেই সর্বশক্তিসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ আত্মারা নিজের দিব্য বুদ্ধি যন্ত্রের দ্বারা তিনকালের নলেজের আধারে নিজের বর্তমান এবং ভবিষ্যত্ কাল জানতে পারবেনা? তোমাদের সবার কাছেই তো যন্ত্র আছে তাই না ! তোমরা সবাই দিব্য বুদ্ধি লাভ করেছ । তোমরা জানো, কিভাবে এবং কোথায় দিব্য বুদ্ধির যন্ত্র ইউজ করতে হয় অর্থাত্ কোন্ স্থিতিতে তোমরা নিজেরা স্থিত হয়ে এটা ইউজ করবে । ত্রিকালদর্শীর স্থানে স্থিত হয়ে তিনকালের নলেজের আধারে এই যন্ত্র ব্যবহার করো । তোমরা কি জানো, কিভাবে এটা ইউজ করতে হয় ? সবার আগে, তোমরা কি জানো, তোমার নিজের স্থিতিতে নিজেকে কিভাবে স্থিত করতে হয় ? অর্থাত্ তোমরা কি জানো কিভাবে নির্দিষ্ট স্থিতিতে নিজেকে স্থিত করবে ? তাহলে এই যন্ত্র দ্বারা নিজেকে চেক করে দেখ তোমার নম্বর কোনটা ! বুঝতে পেরেছ তোমরা ?

বাবা আজ সর্বস্ব ত্যাগী সম্বন্ধে তোমাদের বলছেন না । এখন লাস্ট কোর্স বাকি রয়েছে । আজ বাপদাদা রাজদরবারে উপনীত তাঁর সকল সাথীদের দেখছেন । আজকের সভায় বিশেষ স্নেহশীল আত্মারা বেশী আছে । তাই তোমাদের স্নেহের রিটার্ন দিতে বাপদাদাও এই স্নেহশীল দরবারে এসেছেন । মিলন মেলা উদযাপন করার উদ্যম-উত্সাহ তোমরা-আত্মাদের মধ্যে আছে । বাপদাদাও তোমাদের

সাথে মিলন উদযাপন করতে বাচ্চাদের উৎসাহপূর্ণ উৎসবে এসেছেন । এটা ভালবাসার সাগর আর নদী সমূহের মেলা । মিলন উদযাপন অর্থাত্ উত্সব উদযাপন । আজ, বাপদাদাও এই প্রসিদ্ধ মেলায় উপনীত হয়েছেন । যে আত্মারা মেলা উদযাপন করছে বাপদাদা তাদের দেখে আনন্দিত - এমন বিশাল বেহদ বিশ্বের এমন বিপুল জনসংখ্যার মাঝে বৈচিত্রময় আত্মারা, যারা স্নেহভাগ্য লাভ করেছে, মিলনের ভাগ্য প্রাপ্ত করেছে । বিশ্বে যে আত্মাদের কাছে কোনো আশা ছিলনা, তারা তাদের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার ভাগ্য লাভ করেছে, যেখানে বিশ্বের খ্যাতনামা আত্মারা, যাদের উচ্চাশা আছে তারা ভাবতে থাকে আর খুঁজতে থাকে । খুঁজতে খুঁজতে তারা তার মধ্যে গভীরভাবে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়ে নিজেদের হারিয়ে ফেলে । যাই হোক, তোমরা অনুরাগী আত্মারা তোমাদের অনুরাগের আধারে ঈশ্বর লাভ করেছ । সুতরাং, শ্রেষ্ঠ কে ? কেউ কেউ শাস্ত্র নিয়ে বিতর্ক করতে করতে তার পেছনেই পড়ে থাকে, শাস্ত্রের মধ্যেই হারিয়ে যায় । কেউ কেউ মহান আত্মা হয়েও আত্মা এবং পরমাত্মার তুচ্ছ বিভ্রমকে আঁকড়ে ধরার কারণে তাদের ভাগ্য বঞ্চিত হয়েছে । তারা বাবার বাচ্চা হওয়া থেকে এবং তাঁর থেকে অধিকার লাভ করা থেকে বঞ্চিত থেকে যায় । বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা নিজেদের গবেষণার মধ্যে গভীরভাবে আচ্ছন্ন হয় । রাজনীতিকেরা তাদের যোজনা তৈরিতেই হারিয়ে যায় । সরল সাধাসিধে ভক্তরা কণায় কণায় ভগবানের খোঁজে ভাবাবেগে আপ্লুত হয় । এখনও পর্যন্ত তাঁকে কে লাভ করেছে ? ভোলানাথের ভোলে বাচ্চারা ! চাতুর্যপূর্ণ বুদ্ধিতে তাঁকে পাওয়া যায়না কিন্তু সরলতাপূর্ণ হৃদয়ে তাঁকে লাভ করা যায় । এই কারণে কথায় আছে - সত্য হৃদয়ে প্রভু সদা সদয় হন ("সচ্চে দিল পর সাহেব রাজি") । তোমরা তোমাদের সরল হৃদয়ে, হৃদয়-সিংহাসনে বসতে পারো । তোমাদের সহৃদয়তায় তোমরা দিলারাম বাবাকে নিজের করে নিতে পারো । সদাশয় ব্যতীত দিলারাম বাবা এক সেকেণ্ডও তোমাদের স্মৃতিশক্তির নাগালে থাকতে পারেননা । সৎ হৃদয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ সংকল্পরূপী আশা-আকাঙ্ক্ষা সহজেই পূর্ণ হয়ে যায় । হৃদয়বান সদাসর্বদা সাকার -আকার - নিরাকার তিন রূপে বাবার সাথের অনুভব করে । আচ্ছা ।

এইরকম সদা স্নেহের সাগরের সাথে মিলিত বহতা গঙ্গা, সদা স্নেহের আধারে বাপদাদাকে সর্ব সম্বন্ধে অনুভবকারী, ভোলানাথ বাবার সাথে সর্বকালের সওদা করে, এমন স্নেহশীল সহৃদয় শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

টিচারদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কারঃ

১) তোমরা সেবাধারীরা তোমাদের বুদ্ধিতে সদা কি রাখ ? শুধু সেবা নাকি স্মৃতি আর সেবা ? যখন স্মৃতি এবং সেবা, এই দুইয়ের ব্যালান্স হবে তখন নিজে থেকেই বৃদ্ধি হতে থাকবে । বৃদ্ধির সহজ উপায়ই হলো ব্যালান্স । বর্তমান সময়ে সব আত্মাদের শান্তির আকুল আকাঙ্ক্ষা থাকে । সেইজন্যে তোমরা যেখানেই দেখ, দেখবে সার্ভিস বৃদ্ধি হচ্ছে না, সেবাকেন্দ্রে আগে যেমন ছিলো তেমনই রয়ে গেছে, সেখানকার বায়ুমণ্ডল এমন তৈরি করো যেন শান্তিকুণ্ড । একটা বিশেষ ঘরের বায়ুমণ্ডল এবং নকশা বানাও, যেমনভাবে বাবার ঘর বানাও সেইভাবেই বানাও, যাতে পারিপার্শ্বিক অস্থিরতার মধ্যেও একটা শান্তিপূর্ণ কোন্ দেখা যায় । যখন তোমরা এইরকম বায়ুমণ্ডল তৈরি করো তা' শান্তির অনুভূতি করালে, সেবা সহজে বৃদ্ধি হবে । মিউজিয়াম সুন্দর কিন্তু এটা শোনার এবং দেখার সাধন । মিউজিয়াম তাদের জন্য সুন্দর যারা শুনতে চায়, আরও দেখতে পায়, কিন্তু মানুষ অনেক শুনে শুনে ক্লান্ত, তাই তাদের জন্য শান্তির স্থান বানাও । মেজরিটি বলে, "তোমাদের সবকিছু

দেখেছি, শুনেছি" , কিন্তু কেউ বলেনা, "আমরা সবকিছু পেয়েছি" । এখনও তারা বলেনা, তারা কিছু অনুভব করেছে, কিছু পেয়েছে । তাদের কিছু অনুভব করানোর উপায় হলো, তাদের স্মরণে বসাও এবং তাদের শান্তির অনুভব করাও । তারা যদি দু'মিনিটও শান্তির অনুভব করে তবে ছাড়তে পারবেনা । অতএব, উভয় সাধনই বানাতে হবে । শুধু মিউজিয়াম নয় শান্তিকুণ্ডের স্থানও । আবুতে মিউজিয়ামও সুন্দর, শান্তিস্থলও আকর্ষণীয় । তারা ছবির মাধ্যমে বুঝতে না পারলে, তাদের কয়েক মুহূর্ত স্মরণে বসালে তাদের ইমপ্রেশন এবং চাওয়া বদলে যাবে । তারা তখন বুঝতে পারে, এখান থেকে তারা কিছু পেতে পারে, প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে । যেখানে পাওয়ার ইচ্ছা উত্পন্ন হয় সেখানে যাওয়ার জন্য পদক্ষেপ করাও সহজ হয়ে যায় । সুতরাং, এমন বৃদ্ধির সাধন আপন করে নাও ।
যাই হোক, সেবাধারী যখন তাদের নিজেদের প্রতি এবং সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হয়, তখন সেবার, সহযোগের উত্সাহ-উদ্দীপনা নিজে থেকেই হয় । তোমাদের কিছু বলতেও হবেনা, করাতেও হবেনা, সন্তুষ্টি সহজেই উত্সাহ উদ্দমে নিয়ে আসে । একজন সেবাধারীর বিশেষ লক্ষ্য থাকা প্রয়োজন, কিভাবে সন্তুষ্টিতে থেকে অন্যকে সন্তুষ্ট করা যায় ।

২) সদাসর্বদা সাগরের তীরে থাকা হোলিহংস তোমরা। হংস সবসময় সাগরের তীরে থাকে এবং অনুক্ষণ সাগর তরঙ্গে খেলা করে । নিজেকে অনুরূপ হোলিহংস অনুভব কর ? যারা সদা তাদের বুদ্ধিতে জ্ঞানরত্ন কুড়িয়ে তুলছে অর্থাত্ জ্ঞানরত্ন ধারণ করছে, তাদের বুদ্ধি সবসময় জ্ঞানরত্নে ভরপুর । বাকি যা কিছু ব্যর্থ পরিবেশ, দৃশ্য আছে ; সব কাঁকর হয়ে গেছে । রাজহংস কখনও কাঁকর তোলেনা, তারা সদা রত্ন কুড়িয়ে নেয় । অতএব, কখনও যেন কোনো কিছুর ব্যর্থ প্রভাব না পড়ে । যদি তার দ্বারা প্রভাবিত হও, তবে সেটাই তুমি মনন আর বর্ণন করতে থাকবে । তোমার মনন, বর্ণনের দ্বারা বায়ুমণ্ডলও সেইরকম হয়ে যাবে । সাময়িক অবস্থা হয়তো তেমন কিছু হবেনা কিন্তু বায়ুমণ্ডল এমন হয়ে যাবে, যেন বিশাল কোনও পাহাড় ভেঙে পড়েছে । যদি তোমার মনে মনন চলে বা মুখে কিছু বলো, তাহলে নিতান্ত সাধারণ জিনিসও অনেক বড় পাহাড় হয়ে যায়, কারণ তা' বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে । যাই হোক, যদি তোমরা সেই অবস্থাকে অন্তর্লীন করে নিতে পারো এবং সাক্ষী হয়ে জয় করে নিতে পারো তবে সেই পারিপার্শ্বিক অবস্থা সর্ষেদানার মতো ছোট হয়ে যাবে । সুতরাং, তোমরা হলে হোলিহংস যারা নিরন্তর সাগরের তীরে বাস করছ । সদা এই স্মৃতিস্বরূপে থাকো ।

৩) সেবাধারীদের সদা সফলতা স্বরূপ থাকার জন্য বাবার সমান হতে হবে । একটাই শব্দ স্মরণে রেখো, ফলো ফাদার ! যে কর্মই করো চেক করো যে এটা বাবার কাজ । যদি এটা বাবার হয় তবে তোমারও, বাবার না হলে তোমারও নয় । সদা এইভাবে চেকিং করতে কষ্টি পাথর ব্যবহার করো । সুতরাংর ফলো ফাদার অর্থাত্ যা বাবার সংকল্প তাই আমার সংকল্প, যা বাবার কথা তা' আমার কথা । এর ফলাফল কি হবে ? বাবা যেমন সদা সফলতা স্বরূপ, নিজেও তেমন সফলতা স্বরূপ হয়ে যাবে । সুতরাং, বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলো । যখন কেউ এগিয়ে চলে, তখন যদি তুমি তার পিছু পিছু চলতে থাকো তো সহজেই তোমার লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে । সুতরাং, যারা ফলো ফাদার করে তারা মেহনত থেকে নিস্তার পেয়ে যাবে এবং নিরন্তর সহজ প্রাপ্তির অনুভূতি হতে থাকবে ।

কুমারীদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কারঃ

১) কুমারীদের লক্ষ্য কি ? নিজেকে সেবায় যুক্ত করার আগে নিজের মধ্যে সকল প্রাপ্তির অনুভব করেছ ? কেননা, তোমার নিজের মধ্যে অনেক ধনসম্পদ আছে, সেই অনুসারে তুমি সেইসব অন্যকে দিতে পারবে । তুমি রোজ এই রুহানী পড়ায় অ্যাটেনশন দাও ? পড়ার সাথে সাথে সেবার যে কোনো চান্সই তোমরা নাও । নিরন্তর নিজেকে গডলি স্টুডেন্ট মনে করে স্টাডিতে অ্যাটেনশন দাও । স্টাডিতে যত বেশী অ্যাটেনশন রাখবে, ততোই তোমরা অনুভাবী হয়ে অন্যকে স্টাডি করাতে পারবে । বর্তমান সময় অনুসারে গৃহস্থ জীবন কেমন সেটাও দেখছ । গৃহস্থ জীবন মানে অন্তহীন এক জেলে আটকে থাকা । তোমরা এখন ফ্রি, তাই না ! তোমরা এখন অনেকরকম বন্ধন থেকে মুক্ত । সুতরাং, নিরন্তর এইরকম বন্ধন মুক্ত এবং জীবনমুক্ত স্থিতিতে স্থিত থাকতে হবে । কখনও যেন গৃহস্থ জীবন কেমন তা'দেখার বা অনুভব করার সংকল্প মনে না আসে । তোমরা ভাগ্যবান, সেইজন্যে তোমরা কুমারী জীবনে বাবার হয়েছ । সুতরাং, রাইট হ্যান্ড হতে হবে, লেফ্ট হ্যান্ড নয় ।

২) তোমরা কুমারীরা সকলে বাবার সাথে স্থিরসংকল্প কারবার করেছ ? কি কারবার করেছ ? তুমি বলেছ, "বাবা আমি তোমার হয়েছি", বাবা বলেছেন, "আমার বাচ্চা" ! এই সওদা পাকা করেছ ? আর তো কোনো সওদা করবেনা, করবে ? দুই নৌকায় পা রেখে যারা চলবে, তাদের হাল কি হবে ! তারা না হবে এখানের, না হবে ওখানের । তাহলে কারবারে তোমরা খুব হুঁশিয়ার, তাই না ! দেখ, কি দিচ্ছ তোমরা ! পুরানো একটা শরীর যা সূঁচ দিয়ে নিরন্তর সেলাই করে যাচ্ছ, আর কি দিচ্ছ ! না, দুর্বল মন, যাতে কোনরকম শক্তি নেই আর দিচ্ছ কালো ধন । আর পরিবর্তে কি লাভ করছ ? ২১ জন্মের গ্যারান্টেড রাজত্ব । এইরকম সওদা সারা কল্পে তোমরা কখনও করনি ! তাহলে, এই সওদা পাকা করেছ তো ? তোমরা এগ্রিমেন্ট লিখেছ ? কুমারীরা বাপদাদার খুব প্রিয়, কারণ তারা সম্পূর্ণরূপে নিজেদের সারেন্ডার করে দেয় আর টিচার হয়ে যায় । কুমাররা সারেন্ডার হলেও তাদের টিচার বলা হবেনা ; বলা হবে সেবাধারী । কুমারীরা টিচারের সীট পায় । আজ কুমারী, কাল সবাই তাকে বাবা সমান নিমিত্ত শিক্ষকের নজরে দেখে । তাহলে তো তুমি শ্রেষ্ঠ হয়ে গেলে, তাই না ?

৩) কুমারী বা সেবাধারীর পরিবর্তে মনোযোগ সহকারে নিজেকে শক্তিস্বরূপ ভাবো । সদা তোমার শিবশক্তি স্বরূপ স্মৃতিতে থাকে ? শক্তি স্বরূপ ভাবলে, তুমি যে সেবা করছ তার থেকে অবিরত শক্তিশালী আত্মাদের বৃদ্ধি হতে থাকবে । জমি যেমন হবে ফসলও তেমনই ফলবে । যেমনই হোক, তুমি তোমার স্টেজ এবং বায়ুমণ্ডলকে যেমন শক্তিশালী বানাবে, আত্মারাও সেইরকমই আসবে । তানাহলে, দুর্বল আত্মারা আসবে এবং তাদের জন্য তোমাদের অনেক মেহনত করতে হবে । সুতরাং, সদাসর্বদা তোমার শিবশক্তি স্বরূপ স্মৃতিতে রাখো ! তুমি কুমারী নও, তুমি সেবাধারী নও, তুমি শিবশক্তি । সেবাধারী অনেক আছে । আজকাল অনেকে এই টাইটেল পেয়েছে, তবুও যতই হোক, তোমার বিশেষত্ব কম্বাইন্ড শিবশক্তি হওয়া । এই বিশেষত্ব স্মরণে রেখো, তুমি সহজে সেবার বৃদ্ধি আর শ্রেষ্ঠত্বের অনুভব করবে । সেবা করার গিফটের লিফটকে একটা রিটার্ন তো দিতে হবে ! রিটার্ন কি ? সফলতার শক্তিশালী প্রতিমূর্তি ! আচ্ছা - ওম্ শান্তি ।

বরদানঃ- স্বমানে স্থিত থেকে হদের ইচ্ছাকে সমাপ্ত করে ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা ভব

যে স্বমানে স্থিত থাকে তার হদের মানপ্রাপ্তির ইচ্ছা হয় না । যখন হদের সমস্ত ইচ্ছা তোমার স্বমানে অন্তর্লীন হয়ে যায় তখন কোনকিছু চাওয়ার আর প্রয়োজন থাকেনা । হদের ইচ্ছা কখনও পূর্ণ হয়না,

হদের একটা ইচ্ছা অনেক ইচ্ছার জন্ম দেয়, যেখানে স্বমান সব ইচ্ছাকে সহজে পরিপূর্ণ করে । এইজন্য তোমার স্বমান রক্ষা করো, সর্বপ্রাপ্তির স্বরূপ হয়ে যাবে, অপ্রাপ্তি বা যেকোনও ইচ্ছা অজানা থেকে যাবে ।

স্লোগানঃ- সবরকম পরিস্থিতিতে নিজেকে যারা মোল্ড করে নিতে সমর্থ, তারাই রিয়েল গোল্ড ।